## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ফ্রান্সে প্রথম বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কারণ (Why did the Revolution Break Out First in France) ঃ

*সূচনা*

অষ্টাদশ শতকে ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি একই রকম ছিল। এ সত্ত্বেও ইউরোপের অন্য দেশে না হয়ে বিপ্লব সংঘটিত হল সর্বপ্রথম ফ্রান্সে। এর কারণ হিসেবে পণ্ডিতরা নানা মতবাদের অবতারণা করেছেন।

*নানা মতামত*

(১) ফ্রান্সে প্রথম বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে *এডমন্ড বার্ক* দার্শনিকদের চক্রান্ত লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে ফ্রান্সের মানুষ বিপ্লব চায় নি। দার্শনিক ও নব্য ধনীরা (Philosophers and money clique) তাদের উত্তেজিত করে বিপ্লবে ইন্ধন জোগায়। (২) *থিয়ের* (Thiers), *মিনো* (Mignet) প্রমুখ উদারনৈতিক ঐতিহাসিকদের মতে, ফরাসি বিপ্লব ছিল একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। বুরবোঁ রাজাদের অত্যাচার ও স্বৈরতন্ত্রের হাত থেকে মুক্তিলাভের আশাতেই এই বিপ্লব সংঘটিত হয়। *মিশেল* (Michelet)-এর মতে রাজতন্ত্রের স্বৈরাচার, অবিচার এবং জনগণের সীমাহীন দারিদ্র্য বিপ্লবের জন্ম দেয়। (৩) *ফিশার* (Fisher)-এর মতে, ফরাসি রাজতন্ত্র সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণির সুযোগ-সুবিধাগুলি লোপ করতে ব্যর্থ হয়েছিল বলেই ফ্রান্সে বিপ্লব আসে। তিনি মনে করেন যে, ফরাসি রাজারা সামন্তপ্রথাজনিত সামাজিক বৈষম্য দূর করতে পারলে ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটত না।[৩] (৪) *মোর্স স্টিফেন্স* (Morse Stephens)-এর মতে, ফরাসি বিপ্লবের মূল কারণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, দার্শনিক

১. "The American Revolution laid foundation of

Scanned with CamScanner

ও সামাজিক নয়।[১] (৫) *তকভিল* (Tocqueville) বলেন যে, ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অনেক বেশি অগ্রসর ছিল এবং সেখানকার কৃষকদের অবস্থাও ছিল অনেক ভালো। এ কারণে ইউরোপের অন্যত্র না হয়ে ফ্রান্সেই বিপ্লব সংঘটিত হয়। ইংরেজ ঐতিহাসিক *মোর্স স্টিফেন্স*-ও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য, এইসব মতামতগুলির কোনওটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

বলা হয় যে, অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের সর্বত্র মোটামুটি একই ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা প্রচলিত ছিল। এ বক্তব্য সঠিক নয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো ফ্রান্সের রাজতন্ত্র পুরোপুরি স্বৈরাচারী ছিল না। ফ্রান্সে যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় বহুলাংশে রাজকীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করত। বিপ্লবের প্রাক্কালে ফরাসি-রাজ ষোড়শ লুইকে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়, যা ইউরোপের অপর কোনও নরপতিকে হতে হয় নি।

*ফরাসি রাজতন্ত্র সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী নয়*

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের দেশগুলিতে স্বৈরতন্ত্র প্রচলিত থাকলেও রাজন্যবর্গ জ্ঞানদীপ্তির দ্বারা প্রভাবিত হন। জ্ঞানদীপ্তির প্রভাবে তাঁরা প্রজাদের মঙ্গল সাধনের জন্য বেশ কিছু জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এর ফলে কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ প্রজারা তাঁদের স্বৈরতন্ত্র মেনে নেয়। ফ্রান্সের অবস্থা ছিল ভিন্নতর। জ্ঞানদীপ্তির পীঠস্থান হওয়া সত্ত্বেও সেখানে রাজন্যবর্গ প্রজাকল্যাণের কোনও ব্যবস্থা নেন নি। এর ফলে প্রজারা স্বৈরাচারী ফরাসি-রাজের প্রতি ক্ষুব্ধই ছিল। তাদের এই ক্ষোভ প্রশমন করার জন্য রাজন্যবর্গ কোনও চেষ্টা করেন নি। এর ফলে ফ্রান্সে এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

*ফরাসি রাজতন্ত্রে জ্ঞানদীপ্তির অভাব*

ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ফরাসি রাজতন্ত্র ছিল অযোগ্য ও ব্যর্থ। কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই নয়—বৈদেশিক ক্ষেত্রেও তাঁরা সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দেন। অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ (১৭৪০-১৭৪৮ খ্রিঃ) এবং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (১৭৫৬-১৭৬৩ খ্রিঃ) যোগ দিয়ে ফ্রান্সের কোনও লাভ হয় নি—বরং ভারত ও আমেরিকায় ফরাসি সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা চিরতরে নষ্ট হয় এবং ফ্রান্সের মর্যাদা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিনা কারণে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়ে ফ্রান্স নিজের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় করে তোলে। সরকারের আর্থিক নীতি, রাজপরিবারের বিলাস-ব্যসন, ধনীদের করমুক্তি ও দরিদ্রদের উপর করভার, এবং সর্বোপরি খাদ্যাভাব, মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ফরাসি দেশ ও রাজতন্ত্রকে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সামনে দাঁড় করায়। ইউরোপের আর কোনও রাজতন্ত্রকে এমন শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় নি।

*দুর্বল রাজতন্ত্র*

ফ্রান্সের সমাজের সঙ্গে ইউরোপের সমাজের বেশ কিছু পার্থক্য ছিল। ফ্রান্সের সমাজে সকল সুযোগ-সুবিধা কেবলমাত্র যাজক ও অভিজাতদেরই করায়ত্ত ছিল না। ফ্রান্সের সমাজে

Scanned with CamScanner

তখন পুঁজিপতি, ধনী ও শিক্ষিত বুর্জোয়াদের অস্তিত্ব ছিল এবং তারাও কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। ব্যবসা-বাণিজ্য ও নানা কারণে বুর্জোয়াদের হাতে প্রচুর অর্থাগম হয়, কিন্তু তাদের বিশেষ কোনও সামাজিক মর্যাদা বা রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। স্বাভাবিকভাবে বুর্জোয়া সম্প্রদায় প্রচলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ক্ষুব্ধ ছিল এবং তাদের নেতৃত্বেই বিপ্লব শুরু হয়। তখন ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও সুইডেন ছাড়া ইউরোপের অন্য কোনও দেশে বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় নি। সুতরাং ওই সব দেশে বিপ্লব দানা বাঁধে নি।

*মধ্যবিত্ত শ্রেণি*

ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো তখন ফ্রান্সেও সামন্তপ্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু ফ্রান্সের সামন্তপ্রভুরা ছিলেন অপদার্থ ও দায়িত্বহীন। তাঁরা প্রজাদের কাছ থেকে তাঁদের সকল প্রাপ্য কঠোরভাবে আদায় করতেন এবং সকল সামন্ততান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন, কিন্তু তাঁরা নিজেদের কোনও দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতেন না। এর ফলে জনগণ তাঁদের উপর ক্ষুব্ধ ছিল। আসলে ফ্রান্সে রাজতন্ত্র অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সামন্তপ্রথার কার্যকারিতা বহু আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্রের খোলসটুকুই মাত্র পড়ে ছিল এবং বিপ্লবীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যই ছিল সামন্ততন্ত্র।

*সামন্ততন্ত্র*

ফ্রান্সের কৃষকরা স্বদেশে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হলেও ইউরোপের অন্যান্য দেশের কৃষকদের তুলনায় তাদের অবস্থা যথেষ্ট ভালো ছিল। ফ্রান্সের অধিকাংশ কৃষকই ছিল স্বাধীন ও মুক্ত—তাদের শতকরা মাত্র পাঁচজন ছিল ভূমিদাস বা সার্ফ। তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রবেশ করছিল এবং তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠছিল। ফরাসি কৃষকদের এই উন্নততর অবস্থা বিপ্লবকে অনিবার্য করে তোলে।

*ফরাসি কৃষকদের উন্নততর অবস্থা*

অর্থনীতির দিক থেকেও ফ্রান্স ও ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকলেও ফ্রান্সের সমাজে ধন-বৈষম্য ছিল ব্যাপক। প্রথম দুই শ্রেণির বিলাস-ব্যসন এবং কৃষক ও সাধারণ মানুষের দুরবস্থা ফ্রান্সে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ইউরোপের অন্যান্য দেশে ধন-বৈষম্য থাকলেও ফ্রান্সে তা ছিল মাত্রাতিরিক্ত। এর সঙ্গে যুক্ত হয় দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি—যা ফ্রান্সের মানুষের দুর্দশাকে চরম অবস্থায় পৌঁছে দেয়। ১৭৭০ ও ১৭৮০-র দশকে ফ্রান্সে যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, তা ইউরোপের আর কোথাও দেখা যায় নি। কেবলমাত্র সাধারণ মানুষই নয়—এর পাশাপাশি ফ্রান্সের রাজাকেও এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। এ ধরনের জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব ইউরোপের অন্য দেশে ঘটে নি। *অধ্যাপক ডেভিড টমসন* একে *'revolutionary situation'* বা *'বৈপ্লবিক পরিস্থিতি'* বলে অভিহিত করেছেন, যার উদ্ভব একমাত্র ফ্রান্সেই ঘটেছিল। এই পরিস্থিতিই ফ্রান্সকে বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেয়।

*আর্থিক দুরবস্থা*

ফ্রান্সের দার্শনিক ও লেখকরা ফরাসি বিপ্লবের মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁদের রচনা দেশবাসীর সামনে পুরাতনতন্ত্রের অনাচার ও ভণ্ডামিকে উন্মোচিত করে দেয়

Scanned with CamScanner

এবং দেশে একটি জনমত গড়ে ওঠে। *বার্ক* ও *তকভিল* বলেন যে, দার্শনিকরাই পুরাতনতন্ত্রের প্রতি মানুষের মধ্যে একটি অশ্রদ্ধার ভাব এনে দেয়। রুশো-প্রচারিত *'জনগণের সার্বভৌমত্ব'* (Popular Sovereignty) জনমনে প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

*দার্শনিকদের প্রভাব*

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ফ্রান্সের মানুষকে যেভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল, ইউরোপের অন্যদেশের মানুষকে সেভাবে করে নি। লাফায়েৎ ও অন্যান্য বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং দেশে ফিরে নিজেদের বিপ্লবের কাজে নিয়োজিত করেন। ইউরোপের অন্য দেশের মানুষের এ সুযোগ মেলে নি। ইংরেজ পর্যটক *আর্থার ইয়ং*-এর মতে, আমেরিকার বিপ্লব ফ্রান্সে বিপ্লবের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল।

*আমেরিকার বিপ্লব*

এইসব বিভিন্ন কারণের সমন্বয়ে ফ্রান্সে বিপ্লব সংঘটিত হয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নি। ঐতিহাসিক *কেটেলবি* (Ketelbey) বলেন যে, দুর্বল ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, দুর্নীতিগ্রস্ত গির্জা, অভিজাতদের সংখ্যা ও সুযোগ বৃদ্ধি, দেউলিয়া রাজকোষ, ক্ষুব্ধ বুর্জোয়া, নিপীড়িত কৃষক শ্রেণি এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা ফ্রান্সকে বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেয়।

*উপসংহার*

Scanned with CamScanner